রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৫২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০২৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৭৯—৯৯৪
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৫৭—২৭৭৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৫—৪২৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৯৭—২৩৩৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৮৫—৮৬
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.২৪(বি.মা).৬৬৭**—যেহেতু, জনাব আফরোজ শাহীন খসরু (পরিচিতি নম্বর-১৮৪৬৯), সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডুমুরিয়া, খুলনা হিসেবে কর্মকালে বহিরাগতকে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং পেরিফেরিভুক্ত চুকনগর বাজারের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও প্রকৃত ব্যবসায়ীদের অনুকূলে একসনা ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানে অবহেলা ও অদক্ষতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এছাড়া, তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি), ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা, খুলনায় দায়িত্ব পালনকালে নামজারি মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও অস্বাভাবিক সময় ব্যয় করেন মর্মে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এছাড়াও, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে জেলা রাজস্ব সভায় অনুপস্থিত থাকা, তাঁর নিজের অদক্ষতা ও অবহেলাকে অজুহাত হিসেবে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করা এবং জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করার প্রবণতা ধারণ করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয় এবং তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, তৎপ্রেক্ষিতে ১৭-১১-২০২৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়; এবং

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২। যেহেতু, লিখিত বক্তব্যে ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে বাচনিক বক্তব্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা উত্থাপিত অভিযোগ সত্য নয় মর্মে উল্লেখ করেছেন এবং অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় বহিরাগতকে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত কাজে সম্পৃক্তকরণ, পেরিফেরিভুক্ত চুকনগর বাজারের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও প্রকৃত ব্যবসায়ীদের অনুকূলে একসনা ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানে অবহেলা ও অদক্ষতার এবং নামজারি কার্যক্রম নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার ও অস্বাভাবিক সময় ব্যয় করার অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি। তিনি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট টেলিফোনে অনুমতি গ্রহণ করে জেলা রাজস্ব সভায় অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়া, অভিযুক্ত কর্মকর্তা পদায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত নামজারি আবেদনের চেয়ে অধিক সংখ্যক নামজারি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন মর্মেও প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যা সুবিবেচনা প্রসূত নয়; এবং

৪। সার্বিক বিবেচনায় জনাব আফরোজ শাহীন খসরু (পরিচিতি নম্বর-১৮৪৬৯) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী এই বিভাগীয় মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১/২৬ নভেম্বর, ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-২০৯**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ৯(১)(ঘ) অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ, যুগ্মসচিব-এর স্থলে জনাব মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন, যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-কে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক পদে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য (মনোনয়ন প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-২১০**—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের পরিচালক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ধারা ১১(১)(ঘ) অনুযায়ী উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ৩(তিন) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
জনসংখ্যা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১৯ নভেম্বর ২০২৪

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৫.৯৯.০১০.২৪.১৭৪**—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মানিকগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত "ফৌজিয়া মালেক মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র"-এর নাম পরিবর্তন করে নিম্নবর্ণিতভাবে নামকরণ করা হলো :

ক্রম	পূর্বের নাম	বর্তমান নাম
০১	ফৌজিয়া মালেক মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	মানিকগঞ্জ মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

২। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মো: সারোয়ার বারী
সচিব।

শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২০ নভেম্বর ২০২৪

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪২.২৪-২৭০**—যেহেতু, জনাব ফরিদুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঘিওর, মানিকগঞ্জ নিয়মিত অফিস করেননি এবং পরিপত্র অনুযায়ী সকাল ৯:০০ টা থেকে ৯:৪৫ টা পর্যন্ত কর্মকর্তাদের অফিসে অবস্থান করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঘিওর, মানিকগঞ্জ-এর অধঃস্তন সহকর্মীদের সাথে রূঢ় ও অসম্মানজনক আচরণ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

২। যেহেতু, তার এহেন আচরণ সরকারি চাকরির শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী কর্মকাণ্ড যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৩। যেহেতু, উক্ত অপরাধের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ০৫-০৯-২০২৪ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪২.২৪-১৯৩ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ০৭-১১-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বলেন, তিনি কোনো অন্যায় কাজ করেননি, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও সত্য নয় এবং তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট ও সত্য নয় বলে বক্তব্য প্রদান করেন এবং তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি চেয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৬। সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব ফরিদুল ইসলাম, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঘিওর, মানিকগঞ্জ-কে ভবিষতের জন্য সতর্ক করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হোক।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ডা. মো: সারোয়ার বারী
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬৪.২০-৫৪৭**—যেহেতু, ডা. মুহিবুর রহমান রুবেল (১৩৯২৫৮), সহকারী সার্জন (সাময়িক বরখাস্ত), চারিকাটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেট-কে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালী মডেল থানায় দায়েরকৃত মামলা নং-১৪ (তারিখ: ১১-০৭-২০২০ খ্রি.) এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তারপূর্বক জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৫-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬৪.২০২০-৩৩২ নং স্মারকে বি.এস. আর.পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তাকে ১১-০৭-২০২০ খ্রি. থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উপরোল্লিখিত মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ২২-১১-২০২৩ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত আদেশে উক্ত কর্মকর্তাকে খালাস প্রদান করা হয়;

সেহেতু, ডা. মুহিবুর রহমান রুবেলের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধিমোতাবেক কর্মকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এ আকমল হোসেন আজাদ
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২১ নভেম্বর ২০২৪

নং **৫৯.০০.০০০০.১৪১.৩৬.০০১.২২(অংশ-২)-৭৩৭**—দেশের ০২টি সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি-এর নাম পরিবর্তন করে নিম্নরূপভাবে নামকরণ করা হলো :

ক্রম	পূর্বের নাম	বর্তমান নাম
০১	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, শিবচর, মাদারীপুর	মাদারীপুর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি
০২	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ইসলামপুর, জামালপুর	জামালপুর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি

২। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. মো: সারোয়ার বারী
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০১.২৩-৭৮০**—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকরিকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলো:

নং	নাম, পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য মোট চাকরিকাল
১	ডাঃ বিলকিস বেগম (৪৩৪৭৯)	১৫-০৩-১৯৯৮ তারিখ হইতে ৩০-০৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০৩ বছর ০২ মাস ১৫ দিন

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শোভন রাংসা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.৪২০**—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	হায়দর চক	৪০	৫৭৯ ও ৬৩৭	০২	বাহুবল	হবিগঞ্জ	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ১৩৮৩/২০১৫ নং রিট পিটিশন নিস্পত্তি হওয়ায়।
০২	বেঙ্গাডোবা	২২	৫৫৯	০১	মাধবপুর	হবিগঞ্জ	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৩৭৪৪/২০১৪ নং রিট পিটিশন নিস্পত্তি হওয়ায়।

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.৪২১**—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	গোপাল উত্তর	৩২	২৬৬৪	০৩	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩৫৯৮/২১, ৬২৮৩/২১ ও ১২৯৩১/২৩ নং রিট পিটিশন থাকায় ২৬৬২, ২৬৬৩, ১৯৫৬, ১৯২২ ও ১৭৪৯ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।
০২	বড়শলা	৪৪	২৯১৫	১৪	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ২৩৩৫/২১, ২৩৩৬/২১, ৩৪০৩/২১ ও ১২৯৮/২৪ নং রিট পিটিশন থাকায় ২০১৪, ১০৫০, ১৩০০ ও ৯৯৭ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।
০৩	কালাগোল	৪৯	২১৫৯	০৬	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৫২৩/২১ ও ১০৪০৬/২০ নং রিট পিটিশন থাকায় ৫৩৪, ১১২৪, ২০৬৪, ২০৬৫ ও ২০৬৬ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।
০৪	ফরিঙ্গাউরা	৫০	১৭১১	০৪	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৪১৭৫/২০, ১০৩৫৫/২০, ৮৬৯৩/২২, ৯৩০/২৩ ও ৩৩৭৮/২৩ নং রিট পিটিশন থাকায় ১০০৭, ১৭, ৮৩৭, ৩২৩, ২৫০ ও ৭৪৫ নং আর এস খতিয়ান এবং দুদক সিলেট কার্যালয় কর্তৃক জব্দকৃত ১৬৮৬ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।
০৫	চুয়াবহর বটেশ্বর	৫৬	১৭৩৪	০৯	সিলেট সদর	সিলেট	
০৬	মমিনখলা	৭৮	১১৯৭	১৫	সিলেট সদর	সিলেট	
০৭	তেঘরিয়া	৮০	৭২১৬	২২	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৪৫৩৭/২০১৯ নং রিট পিটিশন থাকায় ১৩৭৮, ১৪৮১, ১৬৮০ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।
০৮	ষোলঘর	৮৬	১৭৯১	১৯	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ	
০৯	রতারগাও	২৮	২২৩২	০৭	বিশ্বম্ভরপুর	সুনামগঞ্জ	
১০	প্রমেশ্বরীপুর	৬২	৮২৬	০৩	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ	
১১	নূরপুর উত্তর	৬৫	৩১৩৬	০৪	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	
১২	চন্দনা	১০৬	৭০৮	১১	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	
১৩	রছুলপুর	২৬	১৬৯২	০৩	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.৪২২**—The state Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
০১	সাদিপুর ১ম খণ্ড	৬৫	২৪৩২	৩৮	সিলেট সদর	সিলেট	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ১৬৩৪৯/২০২৩ ও ২৪/২০২৪ নং রিট পিটিশন থাকায় ৭/১ ও ৩৩৫ নং আর এস খতিয়ান ব্যতীত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৪/২০২৪/কাস্টমস/৫২৬**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত মেসার্স পোর্টল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল (বিডি) লিমিটেড নামীয় "শীপ স্টোরস" (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড/(সাঃ)/শুল্ক মুক্তবিপণী/১০/২০১৫, তারিখ ১৩-০৭-২০১৫ খ্রিঃ) এর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১	লুব্রিকেন্টস ও লুব্রিকেটিং অয়েল পেইন্ট (থিনার সহ) শীপ স্টোরস আইটেম (ওয়্যার রোপসহ)	১,১০,০০০.০০ মার্কিন ডলার
	সর্বমোট =	১,১০,০০০.০০ (এক লক্ষ দশ হাজার) মার্কিন ডলার

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৬/২০২৪/কাস্টমস/৫৩১**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি: (যার বন্ড লাইসেন্স নং-৬২৫/কাস/পিবিডব্লিউ/৮৭, তারিখ ২৮-০৯-১৯৮৭ খ্রি:) এর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিল, যথা:

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডলার)
	Cigarettes, Liquor, Cosmetics, Skin Care, Ladies Fragrance, Mens Fragrances, Imitation Jewellery, Watches, Children Items, Accessories, Chocolate, Logo Items	১,৭০,০০০ (মাঃ ডলার)
	মোট =	১,৭০,০০০ (এক লক্ষ সত্তর হাজার) মার্কিন ডলার

শর্তসমূহ:

(ক) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মার্কিন ডলার এর আমদানি প্রাপ্যতা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য অগ্রিম প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়েছিল তা সমন্বয় করতে হবে; এবং

(খ) অবশিষ্ট ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মার্কিন ডলারের আমদানি প্রাপ্যতা বিদেশ হতে অনুমোদিত পণ্য আমদানিতে প্রযোজ্য হবে।

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৬৪৩**—যেহেতু, জনাব জুয়েল রানা, পিপিএম (বিপি-৮১১০১২৬৮১১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), সাবেক অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (ডিপ্লোমেটিক সিকিউরিটি বিভাগ) ডিএমপি, ঢাকা-কে নিউমার্কেট থানা ডিএমপির মামলা নং-০৪, তারিখ-২১-৮-২০২৪ খ্রি. ধারা-১৪৩/১৪৭/৩২৩/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ পেনাল কোড-১৮৬০; তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলি আইন ১৯০৮ এর ৩/৬ ধারায় গত ১৮-১০-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব জুয়েল রানাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ১৮-১০-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ-এর কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৬৪৪**—যেহেতু, জনাব মশিউর রহমান, বিপিএম-বার, পিপিএম (বিপি-৭৬০৫১০৪৬৫৩), সাবেক উপপুলিশ কমিশনার, গোয়েন্দা-লালবাগ, ডিএমপি, ঢাকা (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), বর্তমানে পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্তকে নিউমার্কেট থানার মামলা নং-০৪, তারিখ-২১-৮-২০২৪ খ্রি. ধারা-১৪৩/১৪৭/৩২৩/৩০৭/৩০২/১০৯/১১৪/৩৪ পেনাল কোড-১৮৬০; তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলি আইন ১৯০৮ এর ৩/৬ ধারায় গত ২০-৯-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মশিউর রহমানকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ২০-৯-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১৬৪৮**—যেহেতু, জনাব সুব্রত কুমার হালদার (বিপি-৭১০৩০৬৪২৪২), সাবেক পুলিশ সুপার, মাদারীপুর, বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীসহ ৬ (ছয়) জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, মাদারীপুর এর মামলা নং-২, তারিখ-৫-৭-২০২৩ খ্রি. ধারা ১৬১/৪২০/১০৯ দঃবিঃ তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ৫(২) এ মামলা রুজু হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মামলাটি তদন্ত শেষে জনাব সুব্রত কুমার হালদারসহ ৫ (পাঁচ) জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নং-১, তারিখ ৭-৭-২০২৪ খ্রি. বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন; যা বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ, মাদারীপুর এর আদালতে গত ৯-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখ গৃহীত হয়। বর্ণিত কর্মকর্তা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের Criminal Miscellaneous Case No-48432 of 2024 এর আদেশমূলে ৮ সপ্তাহের অগ্রিম জামিন লাভ করে গত ৯-১০-২০২৪ খ্রি. বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ মাদারীপুরে হাজির হয়ে জামিননামা দাখিলপূর্বক জামিনে রয়েছেন;

সেহেতু, জনাব সুব্রত কুমার হালদারকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী ৯-১০-২০২৪ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপন]
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৪১.২০.৩৬১**—প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সেনাসদরে কর্মরত উপপরিচালক (পরিসংখ্যান) (চলতি দায়িত্ব) জনাব আবু সাইম (পরিচিত নম্বর ১৫২) এর বিরুদ্ধে 'Cvilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961' এর রুল ৭ এর সাব-রুল ২ অনুযায়ী আনীত অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ডি-১৮/০১/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় উক্ত রুলস্ এর রুল ৮ এর সাব-রুল ১(বি) অনুযায়ী তাঁর পদোন্নতি ৫(পাঁচ) বছরের জন্য স্থগিত রাখিবার লঘুদণ্ড প্রদান করা হইল।

২। ইহা আদেশ জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ কার্তিক ১৪৩১/২৮ অক্টোবর ২০২৪

নং **৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০৩৮.১৩.২৮**—যেহেতু, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রাক্তন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি) জনাব মোঃ শামসুল আলম, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় কর্মকালীন সময়ে ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৮৫৩.০০০ (আটশত তিপান্ন) মেঃ টন চাল আত্মসাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার মামলা নং২৩, তারিখঃ ২৪-০৬-২০০৪, ধারা ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ দণ্ডবিধি তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা দায়ের হয়। উক্ত মামলা তদন্ত শেষে দুর্নীতি দমন কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করলে বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে তা গৃহীত হয় (অভিযোগপত্র নং ২৪১/১, তারিখ ১৬-১০-২০১২ স্পেশাল কেস নং ০২/১৩)। বিজ্ঞ আদালত জনাব মোঃ শামসুল আলমের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। ফলে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনাব মোঃ শামসুল আলমকে ০২-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০৩৮.১৩-১২৭ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১ ধারা মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয় হতে উল্লিখিত বিধিমালা এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০১৪ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, গাইবান্ধার স্পেশাল ০২/১৩ নং মামলা নং মামলা হতে রংপুর স্পেশাল জজ আদালতে মামলা নং ০৫/২০১৬ হতে ২৩/২০১৬ নং মামলা পর্যন্ত মোট ১৯ টি মামলা উদ্ভূত হয়; এবং

যেহেতু, বিজ্ঞ আদালতে ১৯ টি মামলা চলাকালে জনাব মোঃ শামসুল আলম গত ০৭-০৮-২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (মৃত্যুর প্রত্যয়ন নিবন্ধন সংখ্যা নং ৬৫/২০) মৃত্যুবরণ করেন; এবং

যেহেতু, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক মৃত্যু জনিত কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের থাকা (গাইবান্ধার স্পেশাল ০২/১৩ নং মামলা হতে রংপুর স্পেশাল জজ আদালতে মামলা নং ০৫/২০১৬ হতে ২৩/২০১৬ পর্যন্ত) ১৯টি মামলার দায় হতে তাঁকে ৩১-০৮-২০২১ তারিখে অব্যাহতি দেয়া হয়;

সেহেতু, বিজ্ঞ আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে প্রাক্তন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি), জনাব মোঃ শামসুল আলম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ১১ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৪-২০১৩ খ্রি. তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৪.০৩৮.১৩-১২৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস এর বরখাস্ত, অপসারণ ও সাময়িক বরখাস্ত বিধি ৭১ এর বিশ্লেষণ (৭) মতে সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৩৯ ধারার (৩) উপ-ধারায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে এ মন্ত্রণালয় হতে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০১৪ নিষ্পত্তি করা হলো এবং উল্লিখিত বিধির বিশ্লেষণ (৮) এর (ছ) এর (ক) বিধানমতে তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় অর্থাৎ মৃত্যুর আগের দিন (মৃত্যুর তারিখ ০৭-০৮-২০২০ এর পূর্বের দিন) ০৬-০৮-২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য করে যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি
সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪৩১/০৯ অক্টোবর ২০২৪

নং **২২.০০.০০০০.০৭৩.২২.০১৬.২০.৩৬২**—বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ এর ১১ (১) ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের "জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি" গঠন করা হলো:

কমিটি গঠন:

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ অনুবিভাগ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. যুগ্মসচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৩. পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা), পরিবেশ অধিদপ্তর

৪. উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন অধিদপ্তর

৫. উপসচিব (বন-২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৬. এ মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকার সহিত সম্পর্কিত জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৭. উপসচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

কমিটির কর্মপরিধি:

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তদসম্পর্কিত কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে;

খ. জাতীয় কমিটির কার্যাবলি বাস্তবায়নে উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে;

গ. জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোনো আবেদনপত্র প্রেরিত হলে তা মূল্যায়নপূর্বক উক্ত কমিটি বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করবে;

ঘ. সরকার বা জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে; এবং

ঙ. আবেদনপত্র সমূহের কারিগরি দিক বিবেচনায় কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২১ নভেম্বর ২০২৪

নং **২২.০০.০০০০.০৭৩.২২.০১৬.২০.৪৩৫**—বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি" নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো:

(ক) কমিটি:

সভাপতি

১. উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৫. কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৭. ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৯. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১২. শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

১৩. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

১৪. মহাপরিচালক, জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান

১৫. পরিচালক, বাংলাদশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৬. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

১৭. চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ

১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

১৯. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

২০. পরিচালক, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

সদস্য-সচিব

২১. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

(খ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) জাতীয় কমিটি প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। **জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভা পরিচালনার নিয়মাবলি:**

(ক) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর ৮ ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, জাতীয় কমিটি সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

(খ) প্রতি বছর জাতীয় কমিটির কমপক্ষে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) জাতীয় কমিটির সভাপতি উক্ত সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তবে তার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে যিনি শীর্ষে অবস্থান করবেন তিনি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন।

(ঘ) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

(ঙ) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

(চ) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে জাতীয় কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না বা তদসম্পর্কে আদালত বা অন্য কোথাও কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাবে না।

(ছ) জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহ্বান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবেন।

(জ) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে তাকে সহায়তার জন্য, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে পারবে অথবা তাদেরকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে অথবা তাদের মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

৩। **জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলি:**

(ক) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর অধীন প্রাপ্ত কোনো আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারের সমন্বয়ে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে, জাতীয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(গ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন;

(ঘ) জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা চিহ্নিত করা এবং উক্ত এলাকাকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে ঘোষণার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করতে সরকারকে পরমর্শ প্রদান;

(ছ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, স্বীকৃতি প্রদান এবং উক্ত জ্ঞান সংরক্ষণ করবার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে যথাযথ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত বা দায়িত্ব প্রদান করবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) সাধারণত নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিপণন করা হয়ে থাকে এরূপ কোনো জীবসম্পদকে এ আইনের আওতা হতে অব্যাহতি প্রদান করবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ট) জাতীয়, কারিগরি, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কমিটিসমূহের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তদারক এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, তাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঠ) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭-এর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবরীনা রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০১ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৪৮.২৩-২৪৫(১)**—যেহেতু, জনাব আব্দুল কাদির (১০৯০৫৩০০), নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতি ও নির্বাচনি দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, প্রাথমিক কারণ দর্শানোর জবাব তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, তার উক্তরূপ কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচারণ’ এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৬/২০২৩ রুজু করে অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব প্রদান পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন,

যেহেতু, বিগত ১৫-০২-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযোগ অস্বীকার করতঃ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি চেয়েছেন;

যেহেতু, ন্যায়বিচারের স্বার্থে অভিযোগের তদন্ত হয়; অভিযুক্ত কর্মকর্তা শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সাময়িকভাবে অক্ষম থাকায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মৌখিক অনুমতি ও চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে নিতান্ত বাধ্য হয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্তকারী প্রতিবেদন প্রদান করেছেন;

সেহেতু, জনাব আব্দুল কাদির, নির্বাচন অফিসার, জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে আনীত ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তার ক্যারিয়ার ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে বিভাগীয় মামলা নং ১৬/২০২৩ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করতঃ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শফিউল আজিম
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২০ নভেম্বর ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০১.২৪-৭৪০**—যেহেতু, বেগম অন্তরা হালদার (পরিচিতি নং ১৭৬৫১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বামনা, বরগুনা (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বানারীপাড়া, বরিশাল) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বামনা হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন গত ০৫ জুলাই ২০২৩ তারিখের "দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায়" "টিআর কাবিখা ও জিআর লুটপাট" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মো: তরিকুল ইসলাম এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ও সতর্কতা অবলম্বন না করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ১৫.০৯.২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০১.২৪-৫৭১ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁর বরাবর অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু বেগম অন্তরা হালদার (পরিচিতি নং ১৭৬৫১), ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথ নয় মর্মে দাবী করেন ও তাঁর বক্তব্যের কাগজপত্র দাখিল করেন: এবং

৩। যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হওয়ায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ কোন দৃঢ় ও পর্যাপ্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে প্রতিয়মান হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৪। সেহেতু বেগম অন্তরা হালদার (পরিচিতি নং ১৭৬৫১), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বামনা, বরগুনা (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বানারীপাড়া, বরিশাল) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: মোখলেস উর রহমান
সিনিয়র সচিব।

প্রশাসন-১ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৩ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **০৫.০০.০০০০.১১০.০৪.২২৪.২৪-১৫৭২**—যেহেতু, জনাব মুন্সী আজিজ উদ্দিন আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৫.০৮.২০২৪ তারিখে পারিবারিক সমস্যার কথা জানিয়ে টেলিফোনে ০১ (এক) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন করেন। গত ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করার পর তিনি আর কর্মস্থলে উপস্থিত হননি। পরবর্তীতে অননুমোদিতভাবে তিনি ১৫.০৮.২০২৪ হতে ০৫.১০.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৫২ (বায়ান্ন) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এ কারণে ২৯.০৯.২০২৪ তারিখে তাকে কারণ দর্শানো হয়। উক্ত কারণ দর্শানোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ০৬.১০.২০২৪ তারিকে লিখিত জবাব দাখিল করেন। লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) অনুসারে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরনী প্রাপ্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ সঠিক এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তিনি স্বীকার করেছেন এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি এবং ব্যক্তিগত শুনানিও চাননি।

২। যেহেতু, জনাব মুন্সী আজিজ উদ্দিন আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রহণ ও বিতরণ ইউনিট-এর নথি এবং তার লিখিত জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ স্বীকার করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

৩। সেহেতু, জনাব মুন্সী আজিজ উদ্দিন আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত অপরাধ বিধায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২) উপ-বিধি (১) এর (ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ৮ম গ্রেডে ২৩০০০-৫৫৪৭০/- টাকা বেতন স্কেলের নিম্নধাপ ৩৫৭২০/-টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২৩০০০-৫৫৪৭০/-টাকা বেতন স্কেলের (৮ম গ্রেড) বর্তমানের প্রাপ্ত মূল বেতন (৩৭৫১০/-) ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি বকেয়া কোনো আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না এবং গত ১৫.০৮.২০২৪ থেকে ০৫.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য ৫২ (বায়ান্ন) দিন অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য করা হবে এবং উক্ত সময়ে তিনি কোনো বেতন প্রাপ্য হবেন না।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব-উল-আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.২২.০০২.২০-২২৫**—The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 19 এর Sub-Section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, উক্ত Sub-section এর অধীন আদেশ জারির ক্ষমতা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-১৭
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৭ নভেম্বর ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.০৪.০১.২০১৮.২৮৭**—রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ৫ (১) (ঞ) ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ২৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে ২৬ নভেম্বর ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বেসরকারি সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক্রম	নাম, পদবি ও ঠিকানা
১।	অধ্যাপিকা ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা, ৬সি ড্রিম প্যালেস, অকট্রয় মোড়. ৫৭৯/১ কাজলা, মতিহার, রাজশাহী
২।	অধ্যাপক ড. মোঃ নিয়ামুল বারী, পুরকৌশল বিভাগ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), রাজশাহী।
৩।	জনাব মঈন উদ্দিন, পিতা-মরহুম আব্দুল মান্নান, মাতা-মাসুরা বেগম, সাং-বায়া বাজার, ডাক-পবা-৬২১০, থানা-এয়ারপোর্ট, জেলা-রাজশাহী।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ সোহেল হাসান
যুগ্মসচিব।

প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৮ নভেম্বর ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০২.২৩-৩৩৫**—যেহেতু, জনাব তাসনুভা মাহমুদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক কর্মরত অবস্থায় গত ০৩-০২-২০১৯ তারিখ থেকে অস্ট্রেলিয়ার "University of Technology, Sydney (UTS)" বিশ্ববিদ্যালয়ে "Master's Program of Property Development and Project Management" বিষয়ে ভর্তির লক্ষ্যে শিক্ষা ছুটির আবেদনের প্রেক্ষিতে তার অনুকূলে ০২ (দুই) বছরের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। গত ৩১-০১-২০২১ তারিখ তার ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তার অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যার জন্য ১৭-০৮-২০২১ তারিখ তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় এবং দীর্ঘ ০৩ বছরের অধিক সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ০১/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো: মনিরুজ্জামানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা শুনানীর নোটিশ দেয়ার পরও অভিযুক্ত কর্মকর্তা হাজির হননি এবং নোটিশের জবাবও দেননি। ফলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপ-বিধি-১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব তাসনুভা মাহমুদকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে। সুতরাং, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন।

৪। সেহেতু, জনাব তাসনুভা মাহমুদ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (রিজার্ভ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্ত' করা হলো।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হামিদুর রহমান খান
সচিব।

প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/২৮ নভেম্বর ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০১৪.১১.০০১.১৩-৫৯৭**—বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি ৪২ (১) (ii) এবং ৩০০ (বি) অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের আদেশ নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো:

আবেদনকারীর নাম, বর্তমান পদবি ও কর্মস্থল	পূর্ববর্তী পদবি ও কর্মস্থল	পূর্বতন পদে চাকরিকাল
জনাব বিলাল হোসাইন সহকারী পরিচালক সরকারি আবাসন পরিদপ্তর	অডিটর কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (ডিএফডি)	১৯/০৪/২০২২ থেকে ০৩/০৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত (২ বছর ৪ মাস ১৬ দিন)

শর্তসমূহ:

(ক) পূর্বপদের চাকরিকাল শুধু পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে প্রযোজ্য হবে না;

(খ) পূর্বপদের চাকরিকাল পেনশনযোগ্য হিসেবে গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকাল গণনা করা যাবে না।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নায়লা আহমেদ
যুগ্মসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩.০০৪.২৪-৩৫৮**—১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত কয়েদিদের মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ১৬ (ষোল) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদণ্ড মওকুফ করা হয়েছে:

ক্র. নং	কয়েদির নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম	মন্তব্য
০১।	কয়েদি নং-৬৬৭৬/এ, মোঃ পলাশ @ কাকন, পিতা-গোলাম সরোয়ার, বয়স-৩০ বছর, জি. আর মামলা নং-০৮/১১	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	--
০২।	কয়েদি নং-৬৭৫৪/এ, আঃ হালিম শেখ, পিতা-মৃত আঃ আজিজ, বয়স-৬০ বছর, সি আর মামলা নং-০১/১৭	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
০৩।	কয়েদি নং-৬৫৮৯/এ, মোঃ সজিব @ পাকা, পিতা-আঃ রহমান, বয়স-২৫ বছর, জি.আর মামলা নং২৪৭/২০২১	ঝিনাইদহ জেলা কারাগার	--

ক্র. নং	কয়েদির নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম	মন্তব্য
০৪।	কয়েদি নং-১৩৭০/এ, হালিম শেখ, পিতা-আরমান শেখ, বয়স-৪০ বছর, সি আর মামলা নং-৫৩৪/২২	রাজবাড়ী জেলা কারাগার	--
০৫।	কয়েদি নং-১৫৮২/এ, মোকসেদ তালুকদার, পিতা-মৃত মঙ্গল তালুকদার, বয়স-৫০ বছর, লৌহজং থানার মামলা নং-০৮(৭)২০	মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
০৬।	কয়েদি নং-২৪০৭/এ, উজ্জ্বল, পিতা-আঃ বারেক, বয়স-৩০ বছর, জি. আর মামলা নং-১৮৩/০৯	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
০৭।	কয়েদি নং-৫৬১৫/এ, মোতালেব, পিতা-মৃত মাইনুল, বয়স-৪১ বছর, জি. আর মামলা নং-৮৫৬/২১	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
০৮।	কয়েদি নং-৫৭৪৫/এ, মোঃ শাহিনুর ইসলাম, পিতা-মরহুম তমিজ উদ্দীন মহাম্মদ, বয়স-৩৫ বছর, সি. আর মামলা নং-২১/২০২১	দিনাজপুর জেলা করাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
০৯।	কয়েদি নং-৮৪১৫/এ, মোঃ আঃ কাদের, পিতা-মৃত আবেদ আলী, বয়স-৫০ বছর, সি. আর মামলা নং-২৬/২০১৩	নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১০।	কয়েদি নং-৯১৬৫/এ, মোঃ আবুল কাশেম, পিতা-আহমদুর রহমান, বয়স-৩৮ বছর, জি. আর মামলা নং-২৪৮/১২	চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১১।	কয়েদি নং-৯৭৪/এ, মোঃ ছামিউল ইসলাম, পিতা-মোঃ ফজলে রহমান, বয়স-২৮ বছর, সি. আর মামলা নং-৩৭/২০২১	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১২।	কয়েদি নং-১০৯৭/এ, লক্ষীকান্ত বর্মন, পিতা-মৃত মাতোয়াল বর্মন, বয়স-২৮ বছর, সি. আর মামলা নং-১১৬/২০২৩	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১৩।	কয়েদি নং-১১৩১/এ, মোঃ এমদাদুল হক, পিতা-মৃত শমসের আলী, বয়স-৩০ বছর, সি. আর মামলা নং-২২৯/২০২২	লালমনিরহাট জেলা কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১৪।	কয়েদি নং-২৯০৫/এ, হারুন মিয়া, পিতা-গফুর মিয়া, বয়স-৩৫ বছর, জি. আর মামলা নং-৪৩৫/০১	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১৫।	কয়েদি নং-৮৪৫৫/এ, মোঃ শায়েস্তা মিয়া, পিতা-হানিফ উল্লাহ, বয়স-৬৫ বছর, জি. আর মামলা নং-৪১/০৩	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে
১৬।	কয়েদি নং-৩৪০২/এ, মোঃ নেজাম উদ্দিন, পিতা-মৃত হাজী কুতুব আলী, বয়স-৭৮ বছর, জি. আর মামলা নং-৩৭/০৪	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক মুক্তি প্রদান করা যেতে পারে

২। এ প্রজ্ঞাপন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে জারি করা হয়েছে।

৩। অন্য কোনো কারণে উপরোক্ত কয়েদিগণকে আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে জরিমানার অর্থ আদায়পূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ/১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.০৪.০১৭.১৩-৭২৯**—অর্থ বিভাগের ০১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৩.৯৯.০০৩.২২.২৯১ সংখ্যক স্মারকে প্রদত্ত সম্মতির প্রেক্ষিতে জরিমানা ব্যতীত মূল কর ও ফি জমা প্রদানপূর্বক সকল প্রকার মোটরযানের কাগজপত্র (ফিটনেস, ট্যাক্স-টোকেন ও রুট পারমিট) এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদ করার সময়সীমা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত শেষবারের মত বৃদ্ধি করা হলো।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সংস্থা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৬.০০.০০০০.০৫৬.৩২.০০৮.২১.১৪৮**—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৮ নং আইন) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ (Jamuna Electronics & Automobiles Limited.), গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের সিনাবহ মৌজা এর নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত ভূ-সম্পত্তিকে পত্রে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে "বেসরকারি হাই-টেক পার্ক" ঘোষণা করা হলো :

পার্কের নাম	যমুনা ইলেকট্রনিক্স এন্ড অটোমোবাইলস লিঃ (Jamuna Electronics & Automobiles Limited.)	
পার্কের অবস্থান	জেলা	গাজীপুর
	উপজেলা	কালিয়াকৈর
	ইউনিয়ন	সফিপুর
	মৌজা	সিনাবহ
মোট জমির পরিমাণ	১৬৬৭.৫০ শতাংশ	

জমির তফসিল

দলিল নং	আর.এস. খতিয়ান নং	আর.এস. দাগ নং	জমির পরিমাণ
৫২৫৪	৪	২১৬	২৫.৫০ শতাংশ
১২২৬	১৪১	২১৮	৪১.০০ শতাংশ
৭৭৩০	৯৭	২১৯	৫০.০০ শতাংশ
১০৫৮৪	৯৮	২২০	৩৬.৫০ শতাংশ
১২২৬	৮০	২২১	৬৩.০০ শতাংশ
১৪২২৫	৬৪	২২২	৫৭.০০ শতাংশ
১৪২০২	১৮	২২৪	২৬.০০ শতাংশ
৮১৪৩	১৫৯	২২৫	৩৪.০০ শতাংশ
২১৭	১৫৯	২২৫	০৪.০০ শতাংশ
৭৭৩০	৯৭	২২৬	২৯.০০ শতাংশ
১৬৩৯৩	১৪০	২২৭	৪১.০০ শতাংশ
৮১৪৩	৯৮	২২৮	৬৬.৫০ শতাংশ
১০৫৯৮	৯৮	২২৮	১৯.৫০ শতাংশ
১১৭৭২	৯৮	২২৮	০৬.০০ শতাংশ
৮১৪৩	৯৭	২২৯	১৮.০০ শতাংশ
৮১৪৩	৯৮	২৩২	৫৯৩.০০ শতাংশ
৮১৪৩	৯৮	২৩৩	২৭.০০ শতাংশ
৫৬৭৫	৯৭	২৩৪	২৩.০০ শতাংশ
৫৬৭৫	১০৪/১৪১	২৩৫	২২৩.০০ শতাংশ
৭৭৩০	৯৭	২৩৬	৬৮.০০ শতাংশ
৫৬৭৫	১০৪/১৪১	২৪২	১০.০০ শতাংশ
৭৭৩০	৯৭	২৪৯	১৪.৫০ শতাংশ
৭৭৩০	৯৭	২৫১	৬১.০০ শতাংশ
১০৫৯৮	৯৮	২৫৮	২০.০০ শতাংশ
১১৭৭২	৯৮	২৫৮	০৫.০০ শতাংশ
১১০৫১	৯৮	২৬১	১২.০০ শতাংশ
১৫২১২	৯৮	২৬১	৫৪.০০ শতাংশ
১৬৩৯৩	৯৮	২৬১	৪০.০০ শতাংশ
		মোট=	১৬৬৭.৫০ শতাংশ

শর্তসমূহ :

(১) Jamuna Electronics & Automobiles Limited বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫, এ সংক্রান্ত প্রণীত গাইডলাইনসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রবর্তিত বিধি-বিধান বা নির্দেশনাবলি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকবে;

(২) Jamuna Electronics & Automobiles Limited উপর্যুক্ত তফসিলভুক্ত জমিতে সম্পূর্ণ বা কোন অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় বা বরাদ্দ বা স্থানান্তর করতে পারবে না;

(৩) Jamuna Electronics & Automobiles Limited সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, বে-আইনী বা অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত হতে পারবে না;

(৪) Jamuna Electronics & Automobiles Limited কর্তৃক আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত আইনগত দলিলাদি বা কোন তথ্য ভবিষ্যতে মিথ্যা প্রমাণিত হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই অনুমতিপত্র/নবায়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবে;

(৫) পার্কের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসার সংক্রান্ত নিয়ম কানুন যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে;

(৬) অর্থনৈতিক ও আর্থিকভাবে টিকে থাকার সামর্থ্য এবং সামাজিক উপযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে;

(৭) রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে এবং দেশের স্বার্থবিরোধী কোন কাজে পার্ককে ব্যবহার করা যাবে না;

(৮) পার্কের পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;

(৯) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(১০) পার্কের উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রসারের পলিসি ও কৌশল নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে অনুমতিপত্রধারী এখতিয়ার থাকবে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ পার্ক অনুমতিপত্রধারীকে ঘোষিত পার্কের উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রসারের পলিসি ও কৌশল নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে;

(১১) পার্কে উন্নয়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসারসহ অর্থনৈতিক ও আর্থিক সফলতা ও ব্যর্থতা পার্ক অনুমতিপত্রধারীর উপর বর্তাবে। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বা বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার দায়ভার গ্রহণ করবে না;

(১২) পার্কে বিনিয়োগের পরিমাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে দাখিল করতে হবে, যা এতদ্‌সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে;

(১৩) পার্কে উৎপাদিত পণ্যের মানের সঠিকতা বজায় রাখতে হবে এবং পণ্য উৎপাদনে নিত্য নতুন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৪) সকল আইনগত দলিলাদি নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে;

(১৫) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নবায়ন ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং লাইসেন্স ফি যথাসময়ে পরিশোধ করতে হবে;

(১৬) কর্মীদের নির্ধারিত ড্রেসকোডসহ কারখানার উন্নত কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে হবে;

(১৭) ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপি ঘোষিত হলে এবং উপর্যুক্ত শর্তসমূহ লঙ্ঘন করলে অথবা এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্তসাপেক্ষে এই অনুমতিপত্র/নবায়নপত্র বাতিল করা হবে;

(১৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যে কোন সময় এই ঘোষণাপত্র বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আবু নাছের
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।